'মেঘনাদবধ' কাব্যে পাশ্চাত্যপ্রভাব: (প্রথম – ষষ্ঠ সর্গ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূচনায় মধুসূদনের আবির্ভাব, সেই সময় বাংলাদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা-সংস্কৃতির জোয়ার বইছে। সমগ্র জাতি তার পুরনো মূল্যবোধ অস্বীকার করে পাশ্চাত্যের উন্নত জীবন-দর্শনকে গ্রহণ করেছে। বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বৈপ্লবিক। এই বিদ্রোহ মধ্যযুগের ভাব-ভাবনার বিরুদ্ধে, শিল্পরূপের কতগুলি স্থূলবন্ধনের বিরুদ্ধে। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মধ্যে প্রচলিত ধারার অনেককিছুই পরিবর্তন চোখে পড়ে। তিনি তাঁর কাব্য পাঠকদের উদ্দেশে বলেন—

"I am writing for that position of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less ~~imbed~~ imbued with western ideas and modes of thinking".

সুতরাং পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় ভাবাদর্শকে মিলিয়ে দেবার একটা প্রচেষ্টা মধুসূদনের চেতনায় সবসময়ই সক্রিয় ছিল। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে এর প্রমাণ সর্বত্র।

মধুসূদন মূলত গ্রীক মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া দান্তে, ভার্জিল, তাসসো, মিলটন প্রমুখ কবিবৃন্দের দ্বারাও তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। তবে হোমারের কাব্যের আদর্শকেই সচেতন ও অবচেতনভাবে সর্বাধিক গ্রহণ করেছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব দুটো দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, এই কাব্যের সামগ্রিক পরিকল্পনায় কবি কতটা পাশ্চাত্য কবিকল্পনার কাছে ঋণী; দ্বিতীয়ত চরিত্রচিত্রণ, ভাষাপ্রয়োগ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ব্যাপারে বিদেশীয় কাব্যের উপকরণ কবি কীভাবে ব্যবহার করেছেন। সামগ্রিকভাবে 'মেঘনাদবধ' কাব্য হোমারের মহাকাব্যের আদর্শেই পরিকল্পিত—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় সর্গের সমগ্র দিক ও চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এটি 'হেকটরবধ' কাব্যেরই ভারতীয় তথা বঙ্গীয় সংস্করণ। হেক্টরের মৃত্যুতে প্রিয়ামোসের ব্যবহার ও আচরণ ~~রাম~~ রাবণের উপর অর্পণ করা হয়েছে। দেবতার সাহায্যপুষ্ট রামচন্দ্রের বাহিনীর সঙ্গে রাবণের